সূচিপত্র

সাইয়েদুত তায়েফা
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.———৯

হুজ্জাতুল ইসলাম
মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.———২৬

কুতুবুল ইরশাদ
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.———৬৮

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.———১১৮

শায়খুল হিন্দ
মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী———১৩৬

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ.———১৭৪

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী———১৯৫

হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ.———২২০

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.———২২৮

মুহাদ্দিসুল আসর
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.———২৮২

শায়খুল ইসলাম
আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.———৩১৮

হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী রহ.———৩৪৫

শায়খুল ইসলাম
আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.———৩৮৭
পাকিস্তানের মুফতী আযম
মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ.———৪২৯
শায়খুল হাদীস
মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভী রহ.———৪৫১

সাইয়েদুত তায়েফা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

জন্ম ও বংশ

শায়খুল মাশায়েখ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী বংশীয় দিক থেকে ছিলেন ফারুকী। তাঁর পিতার নাম হাফেজ আমিন। বাদশা আওরঙ্গজেবের আমল থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত তারা থানাভবনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রধান বিচারপতিও ছিলেন এই বংশের। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি কাজী এনায়েত আলী খান ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শামেলীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমনকি পুরো বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

তাঁর সম্মানিত মাতা ছিলেন শায়েখ আলী মুহাম্মদ সিদ্দিকী নানুতবীর মেয়ে। মাওলানা কাসেম নানুতবীর খান্দানের। তিনি নানার বাড়ি নানুতায় ২ সফর ১২৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর নাম রাখেন এমদাদ হোসাইন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম জাফর আহমদ। তবে শাহ আবদুল আযিযের দৌহিত্র শাহ ইসহাক রহ. তাঁর নাম রাখেন এমদাদুল্লাহ। পরে এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন।[১]

শিক্ষাদীক্ষা

তাঁর আম্মাজান তাকে খুবই ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা ও আদর-সোহাগের কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। মাত্র সাত বছর বয়সে তার আম্মাজান ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি অসিয়ত করে যান, কেউ যেন আমার ছেলের গায়ে হাত না তোলে। অসিয়তের ব্যাপারে এতই কড়াকড়ি করা হয়, তার শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। পরে তিনি

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান : ৮৫*

নিজেই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন এবং নিজ আগ্রহে কুরআন হেফজ শুরু করেন। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে পারেননি। পরে উস্তাযুল আসাতেযা মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী তাঁকে নিজের সঙ্গে দিল্লি নিয়ে যান। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং দিল্লি কলেজের প্রফেসর।

শামায়েলে এমদাদিয়াতে আছে, ষোলো বছর বয়সে তিনি মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর সঙ্গে দিল্লি চলে যান। তখন সামান্য ফারসী শেখেন। নাহু-সরফ পড়েন সমকালীন উস্তাদগণের নিকট। মাওলানা রহমত আলী থানভীর নিকট *তাকমিলুল ঈমান* এবং শায়েখ আবদুল হক দেহলভীর নিকট কেরাত পড়েন। পরে গায়বী ইশারায় নববী কালামের স্বাদ গ্রহণের জন্য *মেশকাত শরীফের* এক-চতুর্থাংশ পড়েন মাওলানা কলন্দর মুহাদ্দিসে জালালাবাদীর নিকট। *হিসনে হাসিন* ও ইমাম আবু হানিফার *ফিকহে আকবর* পড়েন মাওলানা আবদুর রহীম নানুতবীর কাছে। তাঁরা ছিলেন মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভীর অন্যতম শাগরেদ। আর মুফতী এলাহী বখশ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর শাগরেদ। *মসনবীয়ে মাওলানা রুমী* পড়েন শায়েখ আবদুর রাযযাক সাহেবের নিকট। কিতাবটির সঙ্গে ছিল তার আজীবনের অন্তরঙ্গতা।[১]

বায়আত ও খেলাফত

তৎকালে দিল্লি ছিল উলামা-মাশায়েখের প্রাণকেন্দ্র। মাওলানা নাসিরুদ্দীন দেহলভী ছিলেন তরিকায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার গদিনশীন। দিল্লিতে অবস্থানকালে হাজী সাহেব তার প্রতি অনুরক্ত হন এবং তার মুরিদ হয়ে যান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। সেখানে থেকে তরিকায়ে নকশবন্দিয়ার যিকির-আজকার শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে খেলাফত ও খেরকা লাভে ধন্য হন।

পরে হাজী সাহেব একদিন স্বপ্নে দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস সাজানো। তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে চাচ্ছেন, কিন্তু অত্যধিক আদবের কারণে পারছেন না। হঠাৎ তার পিতামহ হাফেজ বালাকী তাশরীফ আনেন এবং হাত ধরে তাকে মজলিসে নববীতে নিয়ে

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান* : ৮৭

যান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত মিয়াজী নুর মুহাম্মদ জাঞ্জানবীর হাতে তুলে দেন।

হাজী সাহেব বলেন, জাগ্রত হয়ে আমি খুব পেরেশান ছিলাম। জাঞ্জানা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কয়েক বছর এভাবে কাটে। অবশেষে মাওলানা কলন্দর মুহাদ্দিসে জালালাবাদীর মাধ্যমে মিয়াজীর খেদমতে উপস্থিত হই। প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলি—স্বপ্নে এ চেহারাই দেখেছি। আমাকে দেখে মিয়াজী বলেন, স্বপ্নের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তো? এটা ছিল হযরতের প্রথম কারামত। ফলে আমার মন পূর্ণরূপে তাঁর দিকে ধাবিত হয়।[১]

কিছুদিনের মধ্যে তিনি শায়েখের খেলাফত লাভে ধন্য হন। শায়েখ খেলাফত দিয়ে পরীক্ষাস্বরূপ জিজ্ঞাসা করেন—কী চাও, তাসখীর না কিমিয়া? এমন কঠিন পরীক্ষা দেখে হাজী সাহেব কেঁদে ফেলেন। পরে বলেন, শুধু মাহবুবে হাকিকীকে চাই, পার্থিব কিছু নয়। এ কথা শুনে শায়েখ অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে দোয়া দেন।

১২৬৯ হিজরীতে শায়েখ মিয়াজী ইন্তেকাল করেন। এরপর হাজী সাহেবের মাঝে অন্যরকম প্রবণতা দেখা দেয়। লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। তিনি তখন জনবসতি থেকে দূরে চলে যান এবং পাঞ্জাবের মরুভূমিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সুন্নতে নববীর অনুসরণে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অভ্যস্ত হতে শুরু করেন। অনেক সময় সাত-আট দিন চলে যেত মুখে একটা দানাও দিতেন না। একবার নিতান্ত অপারগ হয়ে একজনের কাছে ঋণ চান। থাকা সত্ত্বেও তিনি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান। পরে অবশ্য নিজেকে শুধরে নেন। ভাবেন, এটা আল্লাহর পরীক্ষা। ফলে মনের গ্লানি দূর হয়ে যায়। ছয় মাস সেখানে থেকে অবশেষে হারামাইনের যিয়ারতে চলে যান।[২]

যিয়ারতে নববীর শওক

১২৬০ হিজরীতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তলব করছেন। রাসূলের যিয়ারতের আগ্রহে রাহাখরচেরও

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান* : ৮৭
২. *তারিখে মাশায়েখে চিশত* : ২৫১

বন্দোবস্ত করতে পারেননি, রওনা হয়ে যান। জানতে পেরে ভাইজান খরচ পাঠিয়ে দেন। ৫ জিলহজ জাহাজ জেদ্দা বন্দরে নোঙর করে। তিনি জাহাজ থেকে নেমে সোজা আরাফায় চলে যান। হজ আদায় করে শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন। পরে মদীনা শরীফে রওযায়ে আতহারে হাজির হন এবং হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।[১]

মুরিদান ও খেলাফত প্রদান

হজ থেকে ফিরলে লোকসমাগম বাড়তে থাকে। অনেকে তাঁর হাতে বায়আতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই রাজি হননি। পরে হাফেজ যামেন সাহেবের অনুরোধে বায়আত শুরু করেন, যিনি ছিলেন তার পীরভাই। আলেমদের মাঝে সর্বপ্রথম বায়আত হন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিদগ্ধ অনেক আলেম তার হাতে বায়আত হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী, মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন এলাহাবাদী, মৌলবী আহমদ গাজিপুরী, মৌলবী মুহিউদ্দীন মিশরী, মৌলবী হাফেজ ইউসুফ থানভী, হাকীম জিয়াউদ্দীন রামপুরী, নবাব মৌলবী মুহিউদ্দীন খান মুরাদাবাদী, মৌলবী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী, মাওলানা সাইয়েদ ফিদা হোসাইন রেজবী, মাওলানা মুহাম্মদ আফজাল বেলায়েতী, মাওলানা আবদুস সামী বিদল রামপুরী, মাওলানা মুফতী লুতফুল্লাহ আলীগড়ী, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।[২]

তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবী প্রাপ্ত

হযরত হাজী সাহেব নিয়মতান্ত্রিক আলেম ছিলেন না, কিন্তু ইশকে এলাহী তাঁর সিনা খুলে দেয়। নবীদের মতো তাঁর ইলম ছিল ওয়াহাবী তথা

---

১. *সাওয়ানেহে মিয়াজি নুর মুহাম্মদ জাঞ্জানবী* : ৯০

২. *বিস বড়ে মুসলমান* : ৯৪

আল্লাহপ্রদত্ত। উম্মতে মুহাম্মদির কেউ কেউ আছেন, যাদের পড়াশোনা কম, কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ ও আমলী যিন্দেগী তাদের অফুরন্ত রুহানীশক্তি দিয়েছে। তাদের মাঝে দু'জন বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। একজন হলেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির পীর হযরত শামসে তিবরিজী। অন্যজন হলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.।

তাঁর সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. বলেন, আলেম মানে কী? আল্লাহ পাকের জাত তাকে আলেমকুল শিরোমণি বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. লেখেন, জাহেরী ইলমে হয়তো যুগের আল্লামা ছিলেন না। কিন্তু ইলমে লাদুন্নির সুবাসিত জামা ও পাগড়িতে মোহিত ছিলেন। ইরফান ও ইয়াকিনের অলংকার দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, হযরত হাজী সাহেব শুধু কাফিয়া পর্যন্ত পড়েছেন। আমরা এত পড়েছি, আরেক কাফিয়া লিখতে পারি। কিন্তু তার ইলম ছিল এমন সুগভীর, তার সামনে উলামায়ে কেরামের কোনো হাকিকত ছিল না। তবে হ্যাঁ, পরিভাষা বলতে পারতেন না।'

তিনি কিতাবাদি কম পড়েছেন, তবে তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবী প্রাপ্ত। একবার তিনি এক খাদেমকে কান্ধালায় নিজের মামার কাছে পাঠান হাদীসের একটি কিতাব চেয়ে। জবাবে মামা বলেন, মিয়া এমদাদুল্লাহ কি কিতাবটি যিয়ারত করবে, না কারও কাছে পড়বে? খাদেম ফিরে এসে বলল, আপনার মামা এমন কথা বলেছেন আমি শোনাতে পারছি না। হাজী সাহেব পীড়াপীড়ি করে কথাটা শোনেন। পরে বলেন, এখনই কান্ধালায় যাও, মামাকে আমার চিঠি দিয়ে বলো, কোনো হাদীস বুঝে না এলে আমার কাছে এসে যেন বুঝে যায়। আল্লাহর ফজলে জবাব দিয়ে দেব।

শোনা যায়, মামা এসেছেন। কঠিন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি ঠিকমতো জবাব দিয়েছেন। আসলে তার সিনায় ইলমে বাতেনী খুলে গেছে, সেখানে ইলমে জাহেরী আর কী![১]

শামেলী যুদ্ধে অংশগ্রহণ

একবার ইংরেজ কালেক্টর থানাভবনের প্রধান কাজী এনায়েত আলীর ভাই কাজী আবদুর রহীমকে সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করে। পরে সাথি-

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান* : ১০৩